নীল সাগর! কি বিশাল! কি দারুন দেখতে! সেই সাগরের তীরে বাস করতেন এক বৃদ্ধলোক। সেখানে তিনি সারাদিন জাল বুনতেন, আর সাগরে মাছ ধরতেন। এত মাছ জালে ধরা পড়ত যে বৃদ্ধ জেলে নিজে খেয়ে শেষ করতে পারতেন না। একা কত খেয়ে পারা যায়? তার পোশা প্রাণীগুলিকেও সেই মাছ খেতে দিতেন তিনি। কি কি প্রাণী পুশতেন তিনি? তাঁর ছিলো দারুন একটা কুকুর এবং অন্ধকারের মত কালো একটা বিড়াল। কুকুরটিকে তিনি বোলি নামে ডাকতেন। বিড়ালটির নাম ছিলো সার্জিনা।

'বোলি!' যেই বৃদ্ধ কুকুরটিকে ডাকেন, মুহূর্তের মধ্যে পড়ি কি মরি, কুকুরটি ছুটে তাঁর পাশে এসে যেত।

'বোলি কিছু পানি চাই! তেষ্টা পেয়েছে খুব।'

অমনি বোলি দেয় এক ছুট। যেই গেলো, অমনি দেখা গেলো পানি নিয়ে সে হাজির!

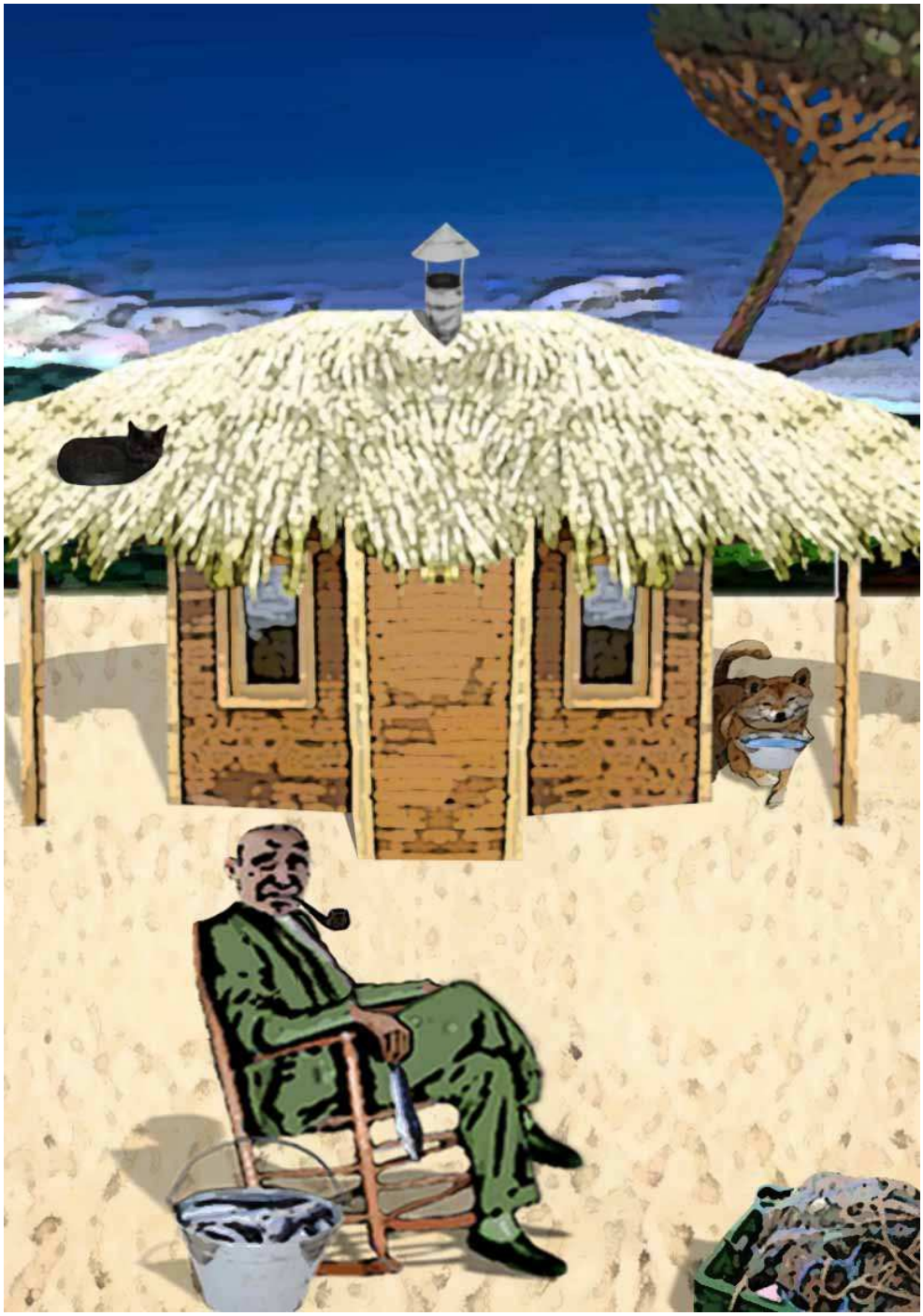

পানি রেখে বোলি বৃদ্ধের পা চাটতে থাকে। অর্থাৎ এটি খেতে চাইছে!

'এই নাও মাছ, খাও।' বলে বৃদ্ধ কুকুরটিকে একটি মাছ দিলেন।

এবার বৃদ্ধ ডাকলেন, 'সার্জিনা!'

কিন্তু কোথায় সার্জিনা! সে কিন্তু এলো না।

বৃদ্ধ আবার চিৎকার করে ডাকলেন, 'সার্জিনা, সার্জিনা!'

কিন্তু না। সার্জিনা এলো না।

কিন্তু যেই না বৃদ্ধ 'সার্জিনা, মাছ খাবে মাছ!' বলে চিৎকার করলেন, অমনি ঘরের চাল থেকে আক লাফ দিয়ে নিচে পড়ে 'মিও মিও' করতে করতে বিড়ালটি কাছে চলে আসে বৃদ্ধের।

এসে পায়ের সাথে মিশে ঘুরতে থাকে। তখন বিড়ালের গলা থেকে শব্দ বের হয়, 'গর গর গর গর!'

এবার সার্জিনা বলে 'মিঁয়াও, মিঁয়াও' অর্থাৎ 'মাছ দাও মাছ খাবো!'

'এই নাও মাছ। আর যাও তো, আনো তো আমার টুপিটা, গরমে ফেটে যায় আমার এই বুড়ো মাথাটা!' সার্জিনা মাছ নিয়ে চলে গেলো এবং আলনা থেকে টুপিটা নিয়ে আসে কিছুক্ষণের মধ্যে।

সার্জিনা চলে গেলে বোলি চিকন স্বরে বলে, 'কু উউ কুউ উ উ , কেঁউ কেঁউ কেঁউ!' অর্থাৎ সে সার্জিনাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'কালা বিড়াল, শয়তান বিড়াল, থাকে রাতে ঘরের চাল!'

বৃদ্ধ এবার কিন্তু বোলিকে বকলেন, 'ওহ হো বোলি, কি হচ্ছে এটা!'

পরের দিন।

বৃদ্ধ জেলে খুব অসুস্থ হলেন। তার এত জ্বর হয়েছে যে তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না।

'বোলি, কেবিনেটের উপরে দেখো ওষুধ আছে। আনো তো!'

বোলি তো লাফিয়ে তখন কেবিনেটের উপরে উঠতে গেলো, কিন্তু কিছুতেই পারলো না উঠতে।

অনেক চেষ্টা করে বোলি ব্যর্থ।

‘সার্জিনা, সার্জিনা!’ বৃদ্ধ ডাকলেন।

কিন্তু কোথায় সার্জিনা। সে সাড়া-ই দিলো না!

বৃদ্ধ আবার ডাকলেন, ‘সার্জিনা, কই তুমি?’

কিন্তু সার্জিনা এবারও ডাকে সাড়া দিলো না, বৃদ্ধের কাছেও এলো না।

কিন্তু বৃদ্ধ যখন বললেন, ‘সার্জিনা, মাছ খাবে নাকি?’ ঠিক তখনই চালের উপর থেকে সার্জিনা এক লাফে চলে এলো বৃদ্ধের বিছানার একেবারে কাছে।

এসে সে বলে, ‘মিঁয়াও, মিঁয়াও’, অর্থাৎ ‘মাছ দাও, মাছ দাও!’

বৃদ্ধ তখন বললেন, ‘দেখো সোনা, আমি উঠতেই পারছি না। কি জ্বর আমার দেখেছ? সুস্থ হয়ে গেলে অনেক মাছ খাওয়াবো বুঝেছো? এখন শিগগীর আমাকে ওখান থেকে ওষুধ দাও তো সার্জিনা মনি!’

এক লাফে সে কেবিনেটের উপরে উঠে গেলো।

কিন্তু সার্জিনা অসুস্থ বৃদ্ধকে ওষুধ আর দেয় না। বরং সে ‘গর গর গর গর’ করতে করতে বলে,

‘মাছ দাও মাছ দাও, মিঁয়াও মিঁয়াও’

‘সার্জিনা, প্লিজ, ওষুধটা দাও আমাকে, আমি দেখো না উঠতে পারছি না।’ বৃদ্ধ বার বার বিড়ালটিকে অনুরোধ করে গেলেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা! সার্জিনা নড়লোও না। অসুস্থ বৃদ্ধ তখন কি আর করবেন, যন্ত্রনায় চিৎকার করতে থাকেন।

এমন সময় বোলি ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, ‘হোগ, হোগ, হোগ, উ! উ! উ!’

শব্দ শুনে বৃদ্ধ বোলির দিকে তাকালেন, তখনও তিনি মেঝের উপরে একটা ট্যাবলেট দেখতে পেলেন।

‘এটা নিশ্চয় এমনি এমনি পড়ে গিয়ে থাকবে!’ বৃদ্ধ ভাবলেন এবং সার্জিনা কেবিনেটের যেখানে বসে ছিলো সেদিকে তাকালেন।

বোলি তখন ট্যাবলেটটি তুলে এনে বৃদ্ধকে দিলো।

বৃদ্ধ সেটি খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্বর কমতে শুরু করে।

পরের দিন সকাল।

বৃদ্ধ কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছেন। মাছ শিকারীর মাছ শিকার না করলে কি চলে? তিনি জাল ফেললেন সাগরে। প্রচুর মাছ ধরা পড়লো। কত রকমের বাহারী মাছ!

তারপর তিনি ঘরের সামনে চেয়ারে এসে বসলেন। একটি পাইপ ধরালেন, এবং ধোঁয়া কেমন করে উড়ে উড়ে যাচ্ছে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে।

‘প্রভু, এই বদমাশ বিড়ালে আমাদের কাম কি, ঘেউ ঘেউ! যত নষ্টের মূল! তাড়িয়ে দিন একে! কালা বিড়াল, শয়তানের ডাল!’ বোলি ঘেউ ঘেউ করতে থাকে রাগে।

‘হা হ হা, হয়ত সেটা নাও হতে পারে বোলি! দেখো একদিন সার্জিনা তার ভুল বুঝতে পারবে ও ভালো হয়ে যাবে।’

‘প্রভু, আপনি এই একই কথা ওর মায়ের বেলায়ও বলেছিলেন, আপনার মনে আছে? সেই অভিশপ্ত কালো ইসল্ডা! কে আপনার জাল কেটে দিতো প্রতি রাতে? মনে আছে প্রভু?’

‘বোলি! তবুও সততা-ই সবচেয়ে শক্তিশালি। যা কিছু ভালো তার উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। দেখো, একদিন সার্জিনা নিশ্ছয় তার ভুল বুঝতে পারবে ও ভালো হয়ে যাবে।’

এ কথা বলে বৃদ্ধ তাঁর পাইপে টান দিলেন এবং কি নিয়ে যেন খুব গভীর ভাবে ভাবতে থাকলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারলেন না। বোলি আবার কথা বলে উঠলো,

‘প্রভু! এ হে! মানে, মানে এ এ এ..., সকালে কিন্তু খাওয়ার সময় হয়ে গেছে!’

‘কি, মাছ চাই বুঝি?’

‘উহুফ উহুফ! কুঁই কুঁই’, বোলির জিহবা ঝুলতে থাকে মুখের বাইরে, আর লালা ঝরে।

বৃদ্ধ তখন কতক ম্যাকেরেল মাছ খেতে দিলেন বোলিকে। বোলি খেতে থাকে। বৃদ্ধ তখন তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেন।

এই যখন অবস্থা, ঠিক তখনই সার্জিনা ঘরের চাল থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে। কারণ সেও ক্ষুধার্ত।

'মিও মিও মিও, মাছ খেতে দিও।'

বৃদ্ধ তখন তার দিকে একটি মাছ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'সার্জিনা, প্লিজ, কাল যেটা করেছ, আর কখনও এমনটা করোনা।'

সার্জিনা 'গর গর গর গর' করতে থাকে।

বৃদ্ধ চেয়ারের উপরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বৃদ্ধের। তিনি দেখলেন তার ঘরের খড়ের চালে আগুন ধরে গেছে।

'বোলি! সার্জিনা, শিগগীর করো! সাগর থেকে আপানি আনো, প্লিজ হেল্প মী!'

বোলি তো দৌঁড়ে চলে গেলো পানি আনতে। সার্জিনা নড়ে না। বৃদ্ধ তখন তাকে একটা মাছ দিলেন। এবার সে দৌঁড়ে গেলো আপনি আনতে। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আবার থেমে গেলো। বৃদ্ধ তখন আরো একটি মাছ দিলেন সার্জিনাকে। পানি এনে ঢালতে থাকে সে। কিন্তু কিছু সময় পরে আবার চুপ করে রইলো। এভাবে চলতে থাকে। কিন্তু মাছ যে ফুরিয়ে গেলো! সার্জিনাও তখন আর কাজ করে না।

ওদিকে বোলি কিন্তু পানি ঢেলেই যাচ্ছে আগুন নেভানোর জন্য। বিরামহীনভাবে সে কাজ করে গেলো। বোলি ক্লান্ত এখন। কিন্তু ততক্ষণে পুরো ঘর পুড়ে গেছে।

বৃদ্ধ এবার কাঁদতে লাগলেন। কারণ তিনি এখন গৃহহীন।

‘যথেষ্ট হয়েছে!’ বৃদ্ধ ক্ষেপলেন, ‘আর নয়, হারামজাদী বিড়াল, কালা শয়তান!’

এ কথা বলেই তিনি সার্জিনাকে জাপটে ধরে সাগরে ফেলে দিলেন, ‘যা! ভাগ, হারামজাদী!’

যাক অবশেষে তিনি কালো বিড়ালটির হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

কিন্তু এ কি!

কি হলো?

বিশাল ও এত সুন্দর সেই সাগরের জল কালো হয়ে গেছে!

এই কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্ট কুচকুচে কালো রঙের একটি বিড়াল ছানা বেরিয়ে আসে বৃদ্ধের পোড়া ঘর থেকে।

‘ইশত ইশত্ শাই শাই, হুশ হুশ, ভাগ ভাগ! ভাগ এখান থেকে, কালো বিড়াল আর নয়, অনেক হয়েছে!’ বৃদ্ধ অত্যন্ত রেগে গিয়ে বিড়াল ছানাটিকে তাড়াতে যান।

বোলি ঘেউ ঘেউ করে উঠে বলে, ‘প্রভু অনেক পরে হলেও আপনি বুঝতে পারলেন।’

বৃদ্ধ অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে বোলিকে এবার বললেন, ‘চলো তাড়াতাড়ি একটা নতুন ঘর বানিয়ে ফেলি! কেমন হয় সেটা করলে?’

‘উফ! উফ! প্রভু, তার আগে তো কিছু খেয়ে নেই! যা ক্ষিধে পেয়েছে!’

কিন্তু খাবে কি! কোন মাছই তো নেই! বৃদ্ধ রাগে মাথা চুলকাতে থাকেন।

বোলি তখন প্রস্তাব করে, ‘প্রভু চলুন, কিছু মাছ ধরা যাক।’

‘সেই ভালো। বোলি জালটা আনো।’

কিন্তু হায়! জাল ফেলা হলো কালো জলের সাগরে। কিন্তু মাছ কই! ছোট ছোট দু’চারটা ম্যাকেরেল ছাড়া আর যে কিছুই উঠলো না জালে!

কি উপায়!

পরের দিন। জাল ফেললেন বৃদ্ধ। কিন্তু আজ অবস্থা আরো শোচনীয়। মাছ গাতকালের চেয়ে কম ধরা পড়েছে! কি হলো এটা!

এভাবে দিন যত যেতে থাকে মাছের পরিমাণ কমে যায়। কালো জলের সাগর যেন আর মাছ দিতে চায় না তাদের। বৃদ্ধ ও বোলির ক্ষুধাও যেন বাড়তে থাকে পাল্লা দিয়ে।

কয়দিন পরে এক সকালে বৃদ্ধ আর মাছ ধরতে যাবেন না বলে ঠিক করেছেন। যাবেন কি করে, আর কি হবে গিয়ে, গত কয়েকদিন জালে কিছুই ওঠেনি, একটা ছোট্ট মাছও না! না খেতে পেয়ে তিনি এতই দূর্বল হয়ে গেছেন যে উঠতেও পারছেন না। তিনি শুধু হাঁটু গেঁড়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

হঠাৎ তিনি শুনলেন, কেউ যেন কথা বলছে!

‘কেন? কেন বিড়ালটাকে পানিতে ফেলেছ? কেন?’

বৃদ্ধ এদিক ওদিক তাকান। তারপর দেখেন একটি গাংচিল তার পোড়া ঘরের একটা তক্তার পরে বসে কথা বলছে, ‘কারণ তুমি মহত্ত্বের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ!’

বৃদ্ধ তখন বললেন, ‘সার্জিনার মধ্যে ভালো কি কিছু ছিলো বলো?’

পাখিটি তখন বলল, ‘ভালো ও খারাপ সবার মধ্যেই থাকে! তুমি কাকে কিভাবে দেখছো সেটার উপরই সব কিছু নির্ভর করে।’

বৃদ্ধ যেন পাখিটির কাছে নালিশের সুরে বললেন, ‘সার্জিনার জন্যই আমার ঘর পুড়েছে।’

‘কিন্তু তার আগে সে তোমার জীবনও তো বাঁচিয়েছে!’

‘কিভাবে?’

‘হে বৃদ্ধ, আপনি কিভাবে এত নিশ্চিত হয়েছিলেন যে আপনার ওষুধ কেবিনেট থেকে এমনি এমনি নিচে পড়ে গিয়েছে?’

এই কথা শুনে বৃদ্ধ ভাবতে শুরু করলেন বিষয়টা।

কিন্তু পাখিটি কথা বলে চলল,

> ‘আমি যা বলেছিলাম আপনাকে, আপনারই উপর নির্ভর করে আপনি কাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। আপনি কারো ভালোকে না কারো খারাপকে গ্রহণ করবেন তা আপনার নিজের ব্যাপার।’

এই ঘটনা ঘটার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ জেলে বোলিকে ভিষণ জোরে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে শুনলেন।

বৃদ্ধ যখন সেদিকে তাকালেন, দেখলেন বাঁকা লেজওয়ালা কালো বিড়ালের ছানাটি আবারও সেখানে এসে গেছে। ভয়ে বিড়াল ছানাটি পেঁচিয়ে একেবারে গোল বলের মত হয়ে গেছে। সে নড়তেও পারছে না। পারবে কি করে, তাকে তাক করে বোলি যেভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে আর ডাকছে!

বৃদ্ধ সেদিকে এগিয়ে যান। কাছে গেলে বোলি তখন ‘কুঁই কুঁই কুঁই’ করে ওঠে। তারপর বলে, ‘এই শয়তান বিড়ালটা আমাদের শেষ খাবারটুকু চুরি করতে চায়! একটু মাছ মাত্র! এটা নিয়ে গেলে আমাদের কি হতো!’

বৃদ্ধ তখন বলেন, ‘এর হয়ত ক্ষিধে পেয়েছে, তাই মাছটি খেতে চায়।’

‘প্রভু, আপনি কিন্তু আবার ভুলে যাচ্ছেন। কালো বিড়াল মানে শয়তান বিড়াল।’ বোলি তখন আরো রাগের সাথে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

'না বোলি, এটা আমাদের মতই ক্ষুধার্ত। দেখো না কেমন ছোট আর হাড়জিরিজিরে এটা!'

এর পরও বোলি রাগে গজরাতে থাকে কালো বিড়ালটার দিকে চেয়ে।

বৃদ্ধ তখন শেষ মাছটিকে তিন ভাগ করলেন।

'এই যে! এই টুকরো তোমার। এইটা আমার, আর কিট্টি! এইটা তোমার জন্য, এই নাও।'

বৃদ্ধ মাছের টুকরোটা বিড়াল ছানাকে দিয়ে ওকে পোষ মানাবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কেঁউ কিছু বুঝতে পারার আগেই বিড়াল ছানাটি প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে তার হাতে নখের আঁচড় কেটে দেয়। ছোট বিড়ালের নখ! উহ! যেন ধারালো ছুরির মত!

বোলি তখন আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, 'কালো বিড়াল, শয়তানের ডাল!'

'আহা! এটা বলো না তো বোলি!' বৃদ্ধ বকলেন বোলিকে, 'এটা ভয় পেয়ে এমন করছে! এটা কি চেনে আমাদের!'

এরপর তারা তিনজন খেয়ে নিলো। বৃদ্ধ তখন সাগরের দিকে চেয়ে আছে। খুব মন খারাপ তার। তিনি বললেন, 'আর তো কিছু নেই যে পরের বেলায় খাবো! ক্ষুধায় আমরা মরে যাই যদি!'

কুকুরটি তখন 'কু উ উ উ, কু ক উউউ' করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু ছোট্ট বিড়ালটি লাফিয়ে উঠে পড়ে পোড়া চালের উপরে। ঠিক তখন পাখিটি বলে ওঠে, 'জাল ফেলো সাগরে!'

বৃদ্ধ উত্তর করেন, 'কি লাভ বলো! দেখো না জল কেমন কালো! এতে কি ছাই কোন মাছ আছে!'

পাখি কোন কথা বলল না আর। বৃদ্ধ তখন ভাবলেন, 'যাই, ফেলেই দেখি না, কি হয়!'

যেই না ভেবে জাল ফেললেন, জাল তুললে দেখা গেলো জালে মাছ ভরে গেছে!

সবাই তো সে কি খুশি!

এমন সময় পাখিটি উড়ে চলে যায় দূরে। যাবার আগে সে বৃদ্ধ জেলেকে বলে গেলো, 'হে বৃদ্ধ জেলে, মনে রাখবেন, যার বিশ্বাস নেই, সে এমন একটা জালের মত যে জালে কোন মাছ পড়ে না। দেখুন আপনি কেমন বিশ্বাস করলেন, আর আপনার জাল কেমন মাছে ভরে গেলো!'

এখন তো আর মাছের কোন অভাব হয় না তাদের। খেয়ে দেয়ে একেবারে শক্তি ফিরে পেলো সবাই। বৃদ্ধ তখন আবার তার কুঁড়েঘরকে নতুন করে বানিয়ে ফেললেন। সেখানে তিনি অনেকদিন ধরে বাস করেছিলেন, কিন্তু আর কোনদিনই মহত্ত্বের উপর থেকে বিশ্বাস হারাননি। এমনকি সাগরের পানি কালো হলেও।